[2021] 4 এস. সি. আর 153
এম/এস। পিএলআর প্রকল্প পিভিটি লিমিটেড
বনাম
মহানদী কোলফিল্ডস লিমিটেড এবং অন্যান্যরা
(2019 সালের 2419 নং স্থানান্তর পিটিশন (দেওয়ানি))
এপ্রিল 20, 2021
[এস. এ. বব্দে, প্রধান বিচারপতি, সঞ্জয় কিষাণ কৌল এবং সুরিয়া কান্ট, বিচারপতিগন]

হাইকোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ-শূন্যপদ উচ্চ আদালতগুলিতে-সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়াম দ্বারা 10.03.2017-তারিখে চূড়ান্ত করা প্রক্রিয়া স্মারকলিপিতে উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা উল্লেখ করা হয়েছিল- অতিরিক্ত সময়সীমা অনুসরণ করে সময়মতো নিয়োগের সুবিধার্থে-ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (আইবি) হাইকোর্ট কলেজিয়ামের সুপারিশের তারিখ থেকে 4 থেকে 6 সপ্তাহের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তার প্রতিবেদন/ইনপুট জমা দেবে সরকার তখন ফাইল (গুলি)/সুপারিশগুলি প্রাপ্তির তারিখ থেকে 8 থেকে 12 সপ্তাহের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টে প্রেরণ করবে-রাজ্য সরকারের মতামত এবং আইবি-র প্রতিবেদন/ইনপুট-এর পরে সরকার উপরোক্ত বিবেচনার ভিত্তিতে অবিলম্বে নিয়োগ করতে এগিয়ে যাবে - উপযুক্ততা বা জনস্বার্থে সরকারের আপত্তি, একই সময়ের মধ্যে সংরক্ষণের নির্দিষ্ট কারণ নথিভুক্ত করে সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়ামে ফেরত পাঠানো যেতে পারে-যদি সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়াম উপরোক্ত ইনপুটগুলি বিবেচনা করার পরেও সর্বসম্মতভাবে সুপারিশ (গুলি) পুনরাবৃত্তি করে(প্রকরন 24.1), এই ধরনের নিয়োগ প্রক্রিয়া করা উচিত এবং নিয়োগ হওয়া উচিত 3 থেকে 4 সপ্তাহের মধ্যে তৈরি।

তৃতীয় বিচারকের মামলা (1998) 7 এস. সি. সি (1998 সালের বিশেষ রেফারেন্স 1)-উল্লেখ করা হয়েছে

দেওয়ানী মূল এক্তিয়ারঃ 2019 সালের স্থানান্তর পিটিশন (দেওয়ানি) নং 2419।

ভারতের সংবিধানের 139এ (2) অনুচ্ছেদের অধীনে 2019 সালের 17476 নং রিট পিটিশন হস্তান্তরের আবেদন ওড়িশা হাইকোর্ট, কটক থেকে তেলেঙ্গানা হাইকোর্ট বা অন্য কোনও হাইকোর্ট।

কৌশিক পোদ্দার, আইনজীবী আবেদনকারীর জন্য।

সুনীল কুমার, রবীন্দ্র শ্রীবাস্তব, অশোক পান্ডা, বিকাশ সিং, মহালক্ষ্মী পাভানি, বরিষ্ঠ আইনজীবী, সিবো শঙ্কর মিশ্র, নিরঞ্জন সাহু, উমাকান্ত মিশ্র, অশোক কুমার সিং, রাজীব সিনহা, কুণাল চ্যাটার্জি, শ্রী. মৈত্রয়ী ব্যানার্জী, প্রভার বীর মিশ্র, কেদার নাথ ত্রিপাঠী, মি. প্রীতিকা দ্বিবেদী, এস.এন. ভাট, ভি.এন. রঘুপতি, শিবাশিষ মিশ্র, ধনঞ্জাই জৈন, গৌতম নারায়ণ, সুশ্রী অস্মিতা সিং, সুশ্রী দচ্চিতা শাহী, আদিত্য নায়ার, সুশ্রী ঋত্বিকভোহরা, শান্তনু সাগর, হিমাংশু শেখর, জামনেশ কুমার, শ্রীমতী কে. এনাতোলি সেমা, অমিত কুমার সিং, অপ্রতিম অনিমেষ ঠাকুর, সুশ্রী প্রচিহাসিজা, অর্জুন গর্গ, সুশ্রী শ্রুতিকা গর্গ, গোপাল ঝা, শ্রেয়শ ভরদ্বাজ, শ্রীমতি রেণুকা সাহু, অভিমন্যু তেওয়ারি, নরেশ কে. শর্মা, অনিরুদ্ধ পি. মায়ী, শ্রীমতী শোভা গুপ্তা, মিসেস স্নেহা কলিতা, সুশ্রী প্রেরণা কুমারী, সুশ্রী বৃষ্টি রেখা মহন্ত, সুধা পাল, সুশ্রী মনসা সিং, মিসেস ভক্তি পসরিজা শেঠি, মিসেস প্রিয়াঙ্কা এস মাথুর, শ্রীমতী দীপিকা কালরা, মিসেস প্রীতি সিং, শ্রীমতী রীনা রাও, মিসেস রুচি খুরানা, শ্রীমতী সাকি ঝাকারিয়া, শ্রীমতী সবিতা সিং, শ্রীমতী শোভা, মিসেস স্বাতী গর্গ, শ্রীমতী যুগন্ধরা পাওয়ার ঝা, সুশ্রী প্রিয়াঙ্কা দাস, সুশ্রী ঋতু ভরদ্বাজ, সুশ্রী মঞ্জুলা গুপ্তা, সুশ্রী মধুমিতা ভট্টাচার্য, সুব্রাহ সাহা, সুশ্রী নেকা ট্যান্ডন ফুকন, মিসেস ইঙ্কলি রায় বড়ুয়া, শ্রীমতী মহেরবিশ রেইন, শ্রীমতী সুপ্রিয়া জৈন, শ্রীমতী জেসি কুরিয়ান, আইনজীবীরা উত্তরদাতাদের জন্য।

আদালত কর্তৃক নিম্নলিখিত আদেশটি পাস করা হয়েছিলঃ

আদেশ

1. হাইকোর্টগুলি সংকটের মধ্যে রয়েছে। হাইকোর্টগুলিতে প্রায় 40 শতাংশ শূন্যপদ রয়েছে, যার মধ্যে অনেক বড় হাইকোর্ট তাদের অনুমোদিত ক্ষমতার 50 শতাংশের নিচে কাজ করে।

2. আমরা আলোচনা করার সময় উপরোক্ত বিষয়গুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। ডব্লিউপি (সি) নং 1236/2019-এ ভারতের সংবিধানের 224এ অনুচ্ছেদের অধীনে অ্যাডহক বিচারকদের নিয়োগের দিক। উপরোক্ত বিষয়ে আজ পৃথক আদেশের মাধ্যমে আমরা ভারতের সংবিধানের 217 ও 224 অনুচ্ছেদের অধীনে নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়েও আলোচনা করেছি।

3. বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল হাইকোর্টগুলিতে নিয়োগের পদটি আমাদের সামনে রেখে বলেছেন যে 1080 জন বিচারকের অনুমোদিত শক্তির বিপরীতে 416 জন বিচারকের শূন্যপদ সহ 664 জন বিচারক নিয়োগ করা হয়েছে। যাইহোক, সরকারের কাছে প্রাপ্ত এবং প্রক্রিয়াধীন সুপারিশগুলি হল 196টি এবং 220টি সুপারিশ গ্রহণ করতে হবে।

4. হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিদের সময়মতো সুপারিশ করার গুরুত্ব আমরা লক্ষ্য না করে থাকতে পারি না। শূন্যপদগুলি জানা আছে এবং নিয়মগুলি ছয় মাস আগে পর্যন্ত সুপারিশ করার অনুমতি দেয়। যাইহোক, 220 টি বিদ্যমান শূন্যপদের জন্য সুপারিশগুলিও আগামী ছয় মাসের মধ্যে উদ্ভূত হতে চলেছে এমন শূন্যপদের জন্য খুব কম করা হয়নি বলে মনে হয়।

5. এইভাবে, আমরা আরও একবার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিদের প্রয়োজনীয়তা এবং আকাঙ্ক্ষার উপর জোর দিচ্ছি, যাঁরা এই প্রচেষ্টা করবেনঃ একবারে না করা হলেও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শূন্যপদের সুপারিশ করুন। আমরা যোগ করতে পারি যে, এমনকি পূর্ববর্তী আদেশেও আমরা উল্লেখ করেছি যে, কিছু উচ্চ আদালত কখন নাম সুপারিশ করতে দ্বিধাবোধ করে। পূর্ববর্তী তালিকা (গুলি) পাইপলাইনে রয়েছে। আমরা মনে করি যে, পূর্ববর্তী সুপারিশগুলির ফলাফলের জন্য অপেক্ষা না করে একটি নতুন প্রক্রিয়া শুরু করার ক্ষেত্রে এমন কোনও বাধা নেই।

6. আমরা পূর্ববর্তী কার্যধারায় বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেলের কাছে হাইকোর্ট থেকে সুপারিশ করা নামগুলির একটি চার্ট হস্তান্তর করেছিলাম যা এখনও ছয় মাসেরও বেশি সময় ধরে সরকারের কাছে বিচারাধীন ছিল, যার সংখ্যা ছিল 45। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে এই বিষয়ে অগ্রগতি হয়েছে এবং সেই নামগুলি কলেজিয়ামে পৌঁছেছে। দ্বিতীয়টি ছিল সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়ামের 10টি সুপারিশের পর ভারত সরকারের কাছে বিচারাধীন পুরনো প্রস্তাবগুলির তালিকা। এগুলি বেশ কিছুদিন ধরে ঝুলে রয়েছে। শুনানির শেষ তারিখে বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন যে আগামী তিন মাসের মধ্যে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম দ্বিতীয়বার পুনরাবৃত্তি করা ছয়টি নামও নিয়োগের অপেক্ষায় রয়েছে।

7. বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল প্রতিটি পর্যায়ে শূন্যপদ পূরণের জন্য সময়সীমা নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তার সাথে ভিন্নমত পোষণ করেননি, যদিও তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে শূন্যপদ পূরণের মূল কারণ হল উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতিদের সুপারিশ। তবে, সুপারিশগুলি করা হয়ে গেলে, দুটি পর্যায়ে বিষয়টি সরকারের উপর নির্ভর করে - প্রথমত, যখন মন্ত্রণালয় নামগুলি প্রক্রিয়া করে; এবং দ্বিতীয়ত, সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম কর্তৃক অনুমোদিত নামগুলির সুপারিশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর।

8. বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে, হাইকোর্টের কলেজিয়ামের সুপারিশের পর দ্বিতীয় পর্যায়টি হল

সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম কর্তৃক পরামর্শদাতা বিচারক(দের) সাথে পরামর্শ করার জন্য নেওয়া সময়কাল।

9. আমরা মেমোরেন্ডাম অফ প্রসিডিউর/ কার্যপ্রণালী স্মারকলিপি (সংক্ষেপে ' 'এম. ও. পি')-এর দিকে নজর রেখেছি। সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়াম দ্বারা চূড়ান্ত করা হয়েছে (যা এই দিকগুলিতে 1999 সালের এম. ও. পি-র অনুরূপ) যেখানে উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা উল্লেখ করা হয়েছে। এম. ও. পি-তে নির্ধারিত সময়সীমার পরিপ্রেক্ষিতে, বিদ্যমান এম. ও. পি-র প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদ 21, 24 এবং 24.1 নিম্নরূপঃ

(a) রাজ্যগুলি তাদের মতামত পাঠাতে ছয় সপ্তাহের বেশি সময় নিতে পারে না। (সিএল 21)

(b) কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের কোনও আপত্তি অনুমান করতে পারে না, যদি তাদের মতামত ছয় সপ্তাহের মধ্যে না পাওয়া যায়। (সিএল 21)

(c) কেন্দ্রীয় সরকারের সুপারিশগুলি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোনও সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়নি।

(d) ভারতের প্রধান বিচারপতি চার সপ্তাহের মধ্যে আইনমন্ত্রীর কাছে সুপারিশ/পরামর্শ পাঠাবেন। (সিএল 24)

(e) আইনমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির পরামর্শের জন্য তিন সপ্তাহের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রস্তাবটি পেশ করবেন। (সিএল 24. 1)

10. এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে এই আদালত যদি সময়সীমা নির্ধারণের কথা বিবেচনা করে তবে এটি তৃতীয় বিচারকের মামলায় (1998) 7 এসসিসি (1998 সালের বিশেষ রেফারেন্স 1) করা পর্যবেক্ষণের বিপরীত হবে। 31 নং অনুচ্ছেদে আদালত দ্বিতীয় বিচারপতির মামলাটি উল্লেখ করেছে এবং নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেঃ

"31. নিয়োগের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার প্রসঙ্গে, দ্বিতীয় বিচারপতির মামলার সংখ্যাগরিষ্ঠ রায় বলেছেঃ (এস. সি. সি পৃষ্ঠা 707- 08 , অনুচ্ছেদ 480)

" ভারতের প্রধান বিচারপতির মতামত গঠনে বিচারকদের বহুত্ববাদ, যেমন ইঙ্গিত করা হয়েছে, স্বেচ্ছাচারিতা বা পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে আরেকটি অন্তর্নিহিত পরীক্ষা। বিচার বিভাগীয় উপাদান হল অন্যান্য নির্বাহী কর্মকান্ডের মতো নিয়োগের ক্ষেত্রেও আরও বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে মুছে দিন ।"

রায়ে যোগ করা হয়েছেঃ (এস. সি. সি পৃষ্ঠা 708 , অনুচ্ছেদ 482)

"নামধারী সাংবিধানিক কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শের অভাব বা নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতার কোনও শর্তের অভাব ব্যতীত, এই বিষয়গুলি অন্য কোনও ভিত্তিতে ন্যায়সঙ্গত নয়।

উপরোক্ত কারণে এই যুক্তি মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। আদালতের পর্যবেক্ষণগুলি নির্দিষ্ট নিয়োগের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার সাথে সম্পর্কিত এবং বিলম্বের মতো নিয়োগ প্রক্রিয়ার দিকগুলি নয়।

11. উপরোক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এবং সময়োপযোগী নিয়োগের সুবিধার্থে, আমরা মনে করি যে উপরোক্ত ছাড়াও নিম্নলিখিত সময়সীমা অনুসরণ করার পরামর্শ দেওয়া হবেঃ

i. ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোকে (আইবি) হাইকোর্ট কলেজিয়ামের সুপারিশের তারিখ থেকে 4 থেকে 6 সপ্তাহের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তার প্রতিবেদন/ইনপুট জমা দিতে হবে।

ii. রাজ্য সরকারের মতামত এবং আইবি থেকে প্রতিবেদন/ইনপুট প্রাপ্তির 8 থেকে 12 সপ্তাহের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার যদি ফাইল/সুপারিশগুলি সুপ্রিম কোর্টে পাঠায়, তাহলে তা কাম্য।

iii. এরপরে সরকারের দায়িত্ব হবে উপরোক্ত বিবেচনার ভিত্তিতে অবিলম্বে নিয়োগ করা এবং নিঃসন্দেহে যদি সরকারের কোনও দায়িত্ব থাকে। উপযুক্ততা বা জনস্বার্থে সংরক্ষণ, একই সময়ের মধ্যে সংরক্ষণের নির্দিষ্ট কারণ নথিভুক্ত করে সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়ামে ফেরত পাঠানো যেতে পারে।

যদি সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়াম উপরোক্ত ইনপুটগুলি বিবেচনা করার পরেও সুপারিশগুলি পুনর্ব্যক্ত করে তবে সর্বসম্মতভাবে (প্রকরন 24.1), এই ধরনের নিয়োগ প্রক্রিয়া করা উচিত এবং 3 থেকে 4 সপ্তাহের মধ্যে নিয়োগ করা উচিত।

12. আমরা সচেতন যে উপরোক্ত অনুশীলনটি সহযোগিতামূলক প্রকৃতির এবং আমরা এই প্রক্রিয়ায় দ্রুততা আশা করব যাতে সময়োপযোগী ন্যায়বিচার প্রদানের বৃহত্তর কারণকে সহজতর করা যায়।

13. উপরের নির্দেশাবলীর সাথে, আমরা এই প্রক্রিয়াটি বন্ধ করি।

দেবিকা গুজরাল

নির্দেশনা জারি করা হয়েছে।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।